# Tell It Out

The Monthly Newsletter of the Diocese of Barrackpore, CNI

Volume 55 | For private circulation only | Estd.1951 | May 2025


## বিশপের পত্র || মে দিবসে প্রভু যীশুর আহ্বান ||

### সকলকে নমস্কার জয় যীশু

প্রিয় বারাকপুর ডায়োসিসের সকল পুরোহিত, ডিকন, ইভানজেলিস্ট, স্কুলগুলির মাননীয় প্রধান/প্রধানাগণ, বিভিন্ন মন্ডলীর ও পাস্টোরেটের নেতৃবৃন্দ, ডায়োসিসের অফিসকর্মীগণ, ডায়োসিসের সভ্য-সভ্যাগণ, মহিলা সমিতির মায়েরা, যুব সংঘের ছেলেমেয়েরা, সান্ডেস্কুলের ছেলেমেয়েরা, শিক্ষক-শিক্ষিকাগণদের প্রভু যীশুর নামে প্রীতি ও শুভেচ্ছা সম্মান জ্ঞাপন করছি। ১লা মে মাস হচ্ছে সারা বিশ্বের কাছে একটি আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস রূপে সম্মানিত দিন। আসুন আমরা পবিত্র বাইবেলের পবিত্র বাক্য থেকে আমাদের কর্মজীবনের জন্য শিক্ষা গ্রহণ করি যা লেখা আছে যাত্রাপুস্তক ২০ অধ্যায় ৯ পদ থেকে ১১ পদ অনুসারে পিতা ঈশ্বর বলেছেন বিশ্রাম দিন স্মরণ করে পবিত্র করতে এবং বিশ্রামদিন ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশ্য বিশ্রামদিন এবং কোন কাজ না করার কথা বলা হয়েছে তেমনি পিতা ঈশ্বর ছয় দিন সৃষ্টিকর্ম করে সপ্তম দিন বিশ্রাম নিয়েছিলেন। পিতা ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টির জন্য ছয়-ছয়টি দিন নিজেকে একজন যোগ্য, পবিত্র, সুকৌশলী, রুচিসম্পন্ন, বুদ্ধিসম্পন্ন, সৌন্দর্যশীল, নিষ্ঠাবান কর্মী ও শ্রমিক রূপে অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই জগৎ সংসার সহ তিনি আমাদের সৃষ্টি করেন, তার সৃষ্টি কর্মকে পরিপূর্ণতা দান করেছেন এবং সপ্তম দিন তিনি বিশ্রাম নিয়েছেন। তবে এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে তিনি চান যেন বিশ্রামদিন আমরা কোন কর্ম না করে তার আরাধনা স্তব-স্তুতি করি এবং তাঁর সাথে অবশ্যই যেন মিলিত হই। একা নই কিন্তু মনে রাখবেন সপরিবারে যেন পিতা ঈশ্বরের সাথে মিলিত হই। তেমন যীশু বাবা বলেন বিশ্রামদিনে যদি তোমার ছেলে আগুনে পড়ে যায়, তুলবে কি না ? অর্থাৎ আরাধনার সাথে সাথে সেই কর্ম করতে হবে যাতে ঈশ্বরের গৌরব হবে। এই বিশ্রামদিন পালনও আরাধনা-এর বিশেষ গভীর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব আছে, যা উপলব্ধি করতে হবে In present Content -এর স্থান, কাল, পাত্র অনুসারে। আজ আমরা যারা বারাকপুর ডায়োসিসের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন স্তরে এবং বিভিন্ন শ্রেণী ও দায়িত্বে কর্মরত আছি তারা নিজেদের দিকে একবার কিছুক্ষণের জন্য যেন নিজেদের প্রশ্ন ও আত্মমূল্যায়ন করি – ১। আমি কি একজন যোগ্য কর্মচারী ২। একজন পবিত্র কর্মচারী ৩। সুকৌশলী কর্মচারী ৪। রুচিসম্পন্ন কর্মচারী ৫। বুদ্ধিসম্পন্ন কর্মচারী ৬। সৌন্দর্যশীল কর্মচারী ৭। বিশ্বস্ত কর্মচারী ৮। নিষ্ঠাবান কর্মচারী ৯। পরিশ্রমী কর্মচারী ১০। সৎ কর্মচারী ১১। চরিত্রবান কর্মচারী ১২। দায়িত্বশীল কর্মচারী ১৩। ডায়োসিসের প্রতি নম্র-বিনয়ী-ধীর-মৃদুশীল কর্মচারী !!! ?? আমার কাজে কি আমি satisfy অর্থাৎ Job Satisfaction পাচ্ছি। এই সব গুণ আমাদের মধ্যে নাও থাকতে পারে কিন্তু অর্জন করার চেষ্টা আমরা করতে পারি। এই চেষ্টা হচ্ছে আমাদের খৃষ্টীয় জীবনের জন্য পরম দায়িত্ব কর্তব্য ও শিক্ষণীয় বিষয়। ডায়োসিসের একজন কর্মীরূপে আমরা কি বিশ্রামদিনে সপরিবারে পিতা ঈশ্বরের ধ্যান আরাধনা করার জন্য যেন অবশ্যই উপাসনাগৃহে যাই। মনে রাখবেন এটা একজন বিশপের আবেদন নয় কিন্তু পিতা ঈশ্বর এই আবেদন রেখেছেন। প্রিয়জনেরা আমরা যারা স্ব-স্ব কর্মক্ষেত্রে কাজ করতে গিয়ে শারীরিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছি। কর্মক্ষেত্রের চাপ ও বাড়ীর পারিবারিক জীবনের নানারকম চাপে আমরা অত্যন্ত দুঃখার্ত হয়ে পড়ি অনেক সময়। আমরা যত বড় দায়িত্ব ও পদের চাকরী করি না কেন মনে রাখবেন আমরা সকলেই শ্রমিক এবং কর্মচারী। আমরা প্রত্যেকেই উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে দায়বদ্ধ আছি। শেষ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ পিতাঈশ্বর, তার কাছেও দায়বদ্ধ দেখাতে হবে। প্রিয়জনেরা দিনের শেষে আপনি যখন বিধ্বস্ত ক্লান্ত হয়ে বাড়ী ফেরেন তখন আপনার পরিবারের সকলে যেমন অপেক্ষা করে থাকে তেমনি আমাদের গৃহকর্তা প্রভু যীশু খৃষ্ট তিনিও দুই হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমার আপনার জন্য অপেক্ষায় থাকেন ও বলেন – "হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোক সকল, আমার নিকটে আইস, আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব"।

**আপনাদের সেবক**

**বিশপ সুব্রত চক্রবর্ত্তী**

**বারাকপুর ডায়োসিস**

## সম্পাদকীয় || ডায়োসিসের উন্নয়নে সহযাত্রী হন ||

মাননীয় ডায়োসিসের সভ্য-সভ্যাগণ,

প্রভু যীশু খৃষ্টের নামে আপনাদের শুভেচ্ছা নমস্কার সম্মান ও প্রনাম জানাই। ডায়োসিসের জীবনে আমরা সকলে সহযাত্রী। আসুন ডায়োসিসের উন্নয়ণে আমরা সকলে ভেদাভেদ দ্বন্দ্ব ভুলে নতুন নতুন কর্মসূচী গ্রহণ করি ও তাকে সফল করতে এগিয়ে আসি। আপনাদের সুপরামর্শ সহযোগীতা সাহায্য একান্তভাবে প্রার্থনা করি। আপনাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া ডায়োসিসের সকল প্রকার উন্নয়ণ সম্ভব নয়। সারাটি বছর আপনাদের জীবনে সুখ-শান্তি-সুসাস্থ্য সমৃদ্ধপূর্ণ হোক এই কামনা করি। আপনাদের মঙ্গল হোক।

**খৃষ্টীয় শুভেচ্ছান্তে**

**সুকল্যাণ হালদার**

**সম্পাদক, বারাকপুর ডায়োসিসান কাউন্সিল**



## সিনোডিক্যাল ফাস্টিং প্রেয়ারে বিশপ

গত ২৬ থেকে ২৯ তারিখ পর্যন্ত সিনোডিক্যাল ফাস্টিং প্রেয়ার অনুষ্ঠিত হলো আগ্রা ডায়োসিসের সেন্ট পল'স কলেজে। মাননীয় মডারেটর বিজয় কুমার নায়েকের অন্যতম ড্রিম প্রজেক্ট এই উপবাস পর্ব। ইতিমধ্যে বিগত তিনটি বছরে বিভিন্ন স্থানে যেমন ছত্তিশগড়, গুজরাট, ফুলবানি পেরিয়ে এই বছরএই মহতি আত্মিক উপবাস পর্ব চতুর্থ বছরে পা দিল। আমাদের বারাকপুর ডায়োসিসের পক্ষে মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী এই মহতি সভাতে যোগ দেন এবং মাননীয় বিশপ প্রার্থনা পরিচালনা করে উপস্থিত সকলকে আত্মিকভাবে উজ্জীবিত করেন। এই মহতি উপবাস পর্ব সি. এন. আইতে প্রথম। বিশপ মশাইয়ের সাথে ছিলেন ভি.পি রেভারেন্ড ড. সুরোজিৎ সরকার। স্টুয়ার্ডশিপ ডিরেক্টর রেভারেন্ড শুভ্র মন্ডল।

## বিশপ ক্যানিং মিউজিক স্কুলের উদ্বোধনে বিশপ

গত ২৯ তারিখে কলকাতা ডায়োসিসের মাননীয় বিশপ ড. পরিতোষ ক্যানিং -এর অন্যতম ড্রিম প্রজেক্ট হচ্ছে একটি মিউজিক কলেজ গড়ে তোলা যার মাধ্যমে বাংলার খৃষ্টান ও অন্যান্য বিশ্বাসী ছেলেমেয়েরা মিউজিক শিখে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। অবশেষে সেই স্বপ্নটি পূরণ হয়েছে এই মিউজিক কলেজটি উদ্বোধনের মাধ্যমে। উপস্থিত ছিলেন বারাকপুর ডায়োসিসের মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী। বিশপ মশাই সহ ডায়োসিসের অন্যান্য নেতৃবর্গসহ উপস্থিত ছিলেন।

## অব্রাহামের তৃতীয় পত্নী।। হেরোদ মল্লিক , ১৮ ই মে ২০২৫

আলোচনার আলোক পরিধির - বাইরে আর এক নারী। সাধারণ খৃষ্ট বিশ্বাসীদের কাছে অপরিচিত আর একটি নাম । ভাষ্যকারদের মতে, বাইবেলের সবচেয়ে উপেক্ষিত রমণী । তিনি কটুরা । অব্রাহামের তৃতীয় স্ত্রী (আদি পুস্তক ২৫: ১-২)। কোথাকার, কোন জাতি, কোন সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট থেকে তিনি উঠে এসেছিলেন, তা নিয়ে বাইবেল নীরব। তবে তিনি যে, হ্যাগারের মতোই অব্রাহামের আর একজন উপপত্নী (১ বংশাবলী১:৩২) সে বিষয়ে নিশ্চিত।

যিহুদী স্মৃতি পরম্পরা মোতাবেক অবশ্য তাঁর একটা নির্দিষ্ট বংশ পরিচয় আছে। সেই পরম্পরা অনুসারে কটুরা নোহের পুত্র যাফেত - এর বংশধর। ইসহাক জননী সারা-র মতো চর্চার আলোয় তিনি নেই। ইসমাইলের গর্ভধারিণী হ্যাগারের মতো স্বল্প আলোকেও তার অবস্থান নয়। অথচ, অব্রাহামকে দেওয়া ঈশ্বরের আশীর্বাদ বাস্তবায়নের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তাঁর। অব্রাহামের ৮ পুত্রের মধ্যে ৬ পুত্রের মা তিনি। ৬ টি বংশের উৎসমূলে অবস্থিতা গর্ভধারিনী জননী। ঈশ্বরের পরিকল্পনা কতখানি অজানা, কত অভাবনীয়, কত বিচিত্র বহুমুখী তার গতি, কটুরার উপাখ্যান তার আরও এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। হ্যাগারের পাশাপাশি তাঁর, অর্থাৎ কটুরার কথা না জানা থাকলে, ঈশ্বরের পরিকল্পনার ব্যক্তি, গভীরতা ও বৈচিত্র সম্পর্কে ধারণা থেকে যাবে অধরা। বাইবেলের সন্ধানশীল পাঠক মুগ্ধ বিস্ময়ে লক্ষ্য করে, শুধু ইসহাকপুত্র যাকোবের ছেলের বারো বংশধারায় নয়, পাশাপাশি, ইসমাইলের বারো ছেলের বারোটি ১২ বংশ এবং কটুরার ৬ ছেলের ৬টি বিশিষ্ট বংশধারার মধ্যে দিয়ে এবং কটুরার ৬ ছেলের ৬টি বিশিষ্ট বংশধারার মধ্যে দিয়ে অব্রাহামের প্রতি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাপূর্তির আশ্চর্য ধারা প্রবাহিত।

সারার মৃত্যুর তিন বছর পর অব্রাহামের জীবনে যখন কটুরা স্ত্রী হয়ে আসে, তখন অব্রাহামের বয়স ১৪০। প্রমাণ হয়, ঈশ্বরের পরিকল্পনা মানুষের ভাবনা ও কল্পনা অতীত। জীব বিজ্ঞান তার তল পায়না। প্রমাণ হয়, প্রয়োজনে নিঃশেষিত বসন্তে ও তিনি ফোটাতে পারেন বসন্তের ফুল। পারেন ঝরে যাওয়া স্বপ্নকে নতুন রঙে ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু কি এমন কারণ ঘটেছিল যে, প্রিয়তমা সারার চিরপ্রস্থান বেদনা অতিক্রম করে, তিন বছরের মাথায় তাঁকে আবার নতুন জীবনের দরজায় কড়া নাড়তে হলো? বাইবেল এ নিয়েও নীরব। তবে, বিভিন্ন ঘটনাধারার প্রেক্ষিতে বাইবেল ভাষ্যকারেরা একটা ধারণা করেছেন। যদিও মত তাদের সবার এক নয়। তাদের অনেকের ভাবনার সাথে নিজের ভাবনা মিশিয়ে আমার মনে হয়েছে এর পিছনে প্রধান কারণ থাকতে পারে দুটি। ১. অব্রাহামের জীবনের অন্তর্লীন ঈশ্বরদত্ত বহু জাতির পিতৃত্ব' আশীর্বাদ। সেই আশীর্বাদ বাস্তবে রূপ নেওয়ার রহস্যময় আন্তর ত্যাগিদ। ২. সারার প্রলম্বিত বন্ধ্যাত্বের অশুভ স্মৃতি। কিছুকাল আগে, ৬০ বছর বয়সে ইসহাকের বিয়ে হয়েছে। সারার ফেলে যাওয়া সংসারের বধু হয়ে রিবিকার আগমন হলেও কোথাও, হয়তো অব্রাহামের মনে হয়েছিল, ইতিমধ্যে তাঁর ঠাকুরদা হওয়া উচিত ছিল। রিবিকার মাতৃত্ব নিয়ে হয়তো মনের মধ্যে কোথাও উঁকি দিচ্ছিল সন্দেহের কীট। লক্ষণীয়, বিবাহ হয়ে গেলেও তিনি ইসহাকের হাতে তার সম্পত্তির উত্তরাধিকার হস্তান্তর করেননি। সেই কাজ তিনি সম্পন্ন করেছিলেন কটুরার পুত্রদের জন্মের পরেই (২৫:৫-৬)। বছরের পর বছর গড়িয়ে গেলেও, পুত্রবধূ রিবিকা থেকে যান নিঃসন্তান। অব্রাহামের মনের কোন জুড়ে আসতে থাকে সংশয়ের কালো মেঘ। ঈশ্বরের সান্নিধ্যে দিন যাপন হলেও, মানুষের মন অন্যরকম, হয়তো সন্দেহ হতে থাকে ঈশ্বরের সাথে তার চুক্তি-বন্ধন নিয়ে। নিজের তৃতীয় বিবাহের যৌক্তিকতা প্রবলতর হতে থাকে মনের মধ্যে। তার সব সংশয়ের অবসান ঘটে, বিয়ের প্রায় ২০ বছর পর, ৬০ বছর বয়সে ইসহাক যখন জমজ পুত্রের জনক হয়। নিজের উপর ক্ষুব্ধ, অনুতপ্ত অব্রাহাম বুঝতে পারেন, এবারেও তিনি ভুল। ধৈর্য হারা। ঈশ্বরের ওপর আস্থা স্থাপনে ব্যর্থ। ইসহাকই যে তাঁর প্রতিশ্রুতির সন্তান, সে বিষয়ে পুনরায় নিশ্চিন্ত হন তিনি। আর তার পরে পরেই নিশ্চিন্ত মনে উত্তরাধিকার তুলে দেন ইসহাকের হাতে। তিন ভিন্ন জাতির সংস্কৃতি থেকে উদ্ভূত তিন স্ত্রীর গর্ভজাত অব্রাহামের পুত্র সন্তান ৮ টি। তাদের ভিন্ন ভিন্ন জীবন ঠিকানা। জীবনের পৃথক পৃথক গতিপথ। বিচিত্রমুখী তাদের বংশধারা। সব পুত্রের স্নেহময় পিতা হলেও, ইসহাক অব্রাহামের কাছে স্বতন্ত্র। ইসহাক যে তাঁর ঈশ্বর - প্রতিশ্রুত সন্তান, তার মধ্যে দিয়েই ঈশ্বরের সাথে তিনি নিয়ম - চুক্তিতে বাধা, সে কথা ধ্রুব তারার মতো সত্য জেগেছিল তাঁর অন্তরে- আকাশে। অন্য ৭ পুত্রের ওপর পিতৃহৃদয়ের খাদহীন স্নেহ-ভালবাসার আর্দ্র ছায়া প্রসারিত থাকলেও, ইসহাকের আশেপাশে তাদের কাউকে রাখার ঝুঁকি নেননি অব্রাহাম। ইসমাইলকে তো বহু আগেই তার মায়ের সাথে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন বেরশেবা - র মরুপ্রান্তরে। কটুরার ৬ ছেলে সিম্রণ, যকষণ, মদান, মিদিয়ন, যিশবক, এবং শূহকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন দেশের পূর্বাঞ্চলে (আদি; ২৫:৬)। তাদের দিয়েছিলেন জীবন শুরুর উপযুক্ত রসদ। পরবর্তীকালে তাদের বংশধরেরা বসতি স্থাপন করে ইজরায়েলের দক্ষিণ - পূর্ব সীমানার বাইরে। চিহ্নিত হয় বিভিন্ন আরব জাতিদের অন্যতম হিসেবে। মশলা, এবং স্বর্ণ দ্রব্যের আন্তর্জাতিক কারবারি হিসেবে নাম করে তারা। কটুরার চতুর্থ পুত্র মিদিয়ান। মিদিয়ন জাতির কুলপিতা। তারই নামে চিহ্নিত মিদিয়ন দেশ। মিশর থেকে পালিয়ে এই মিদিয়ন দেশেই আশ্রয় নিয়েছিলেন মোশী। মশীর শ্বশুর ছিলেন মিদিয়নীয় পুরোহিত। জাতি গঠনে, বিস্তারে, মিশ্রণে ঈশ্বরের তৈরি বিচিত্র বর্ণময় মানচিত্র আমাদের মনের চোখে ধাঁধা লাগায়। সাধারণ বিশ্বাসী আমরা। ইসহাক - যাকোবের বংশবৃক্ষের মধ্যেই আমরা ঈশ্বরের পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অন্বেষণ করি। সেইটাই আমাদের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ঝোঁক। কিন্তু সময় এগিয়ে চলেছে। তার সাথে তাল রেখে ঈশ্বরের স্বরূপও হচ্ছে ক্রমঃ উন্মোচিত। বাইবেলের অসংখ্য ঘটনা ও চরিত্র অল্প চেনা ও অচেনা হলেও গুরুত্বে কম নয়। চেনা দৃষ্টিকোণের পাশাপাশি অচেনা দৃষ্টিকোণ থেকেও তাদের সবাইকে দেখা ও বোঝার চেষ্টা না করলে, তা হবে অন্ধের হস্তী দর্শনের শামিল। সমগ্র দর্শন নয়। সূর্য কেবল মন্দিরের স্বর্ণ চূড়ায় প্রতিফলিত হয় না। প্রতিফলিত হয় জলে, স্থলে, চরাচরের নানা বিন্দুতেও। আমাদের তলিয়ে ভাবতে হয়, কেন ঈশ্বরের আশীর্বাদ, কেবল প্রতিশ্রুত ব্যক্তির ও তার বংশের জন্যই সংরক্ষিত নয়? প্রতিশ্রুত নয়, তবুও কেন অন্য ব্যক্তির উপর ঈশ্বরের "বহুবংশ-এর পিতৃত্ব" আশীর্বাদ? কেনই বা বিচিত্রগামী আব্রাহামের বংশধারা? ফিকে থেকে ফিকেতর হয়ে গেলেও, পৃথিবীর ব্যাপ্ত ক্রমবর্ধমান আব্রাহাম- জাতদের মধ্যেই অন্তর্লীন রক্ত - বন্ধন, অথচ পারস্পরিক শত্রুতা ভবিষ্যতে কোনো কথা বলে উঠবে কিনা, ভবিষ্যৎই তার উত্তর দেবে। কালচক্রে, কটুরার পুত্ররা তাদের দাদা ইসমাইলের সাথে মিলিত হয় ইসমায়েলীয়রা ও মিদিয়োনীয়রা কালে কালে মিশে গিয়ে পরিণত হয় এক অভিন্ন জাতিতে। কটুরার সব পুত্রই ইসমায়েলের মতো জীবনযাপন করতো। আর, সেই কারণে হয়তো মিদিয়নবাসীরা 'ইসমাইলীয়' হিসেবেই চিহ্নিত হয়। যোসেফের কাহিনীতে তাদের সাথে দেখা মেলে।" তাই যখন মিদিয়ানের বণিকরা এলো, তখন তার ভাইয়েরা যোসেফকে টেনে তুলে আনলো কুয়োর ভিতর থেকে। বিশ শেকল রৌপ্যমুদ্রায় তাকে বিক্রি করে দিল ইসমায়েলীদের কাছে। তারা তাকে নিয়ে গেল মিশরে (আদি পুস্তক ৩৭:২৮)।দিন গড়িয়ে চলে। শাখায়-প্রশাখায়, সবংশে পল্লবিত হয়ে উঠতে থাকে ক্যাতুরার ছেলেরা। নিজেদের পরিচয় ও প্রতিষ্ঠার গন্ডী নিজেরাই ভাঙতে ভাঙতে এগিয়ে চলে বৃহত্তরের পথে। শুধু তাদের স্নেহময়ী জননী ক্রমে হারিয়ে যেতে থাকে ইতিহাসের পাতা থেকে। আদি ২৫:১-২, পরে ১ বংশাবলি ১:৩২ বাদ দিলে, বাইবেলের আর কোথাও তাঁর হদিস মেলেনা।


**Send in your contributory articles along with photographs to:**
**Tell It Out**
**Bishop's Lodge, 86 Middle Road, Barrackpore, Kolkata-700120, West Bengal, India**
**Office Phone No- +913325920147;**
**Email: tellitout@rediffmail.com**
**+917501556971**
**Website: dioceseofbarrackpore.org.in**
**The Editor reserves the right to edit contributory articles.**
**Published by: The Rt. Revd. Subrata Chakrabarty, Bishop, Diocese of Barrackpore, Church of North India**
**Edited by:** Mr. Johnson Sandip of the Diocese of Barrackpore, CNI
**Printer : William Carey Press, Barrackpore**

## ফুলবানি ডায়োসিস ভিজিট

গত ২৮শে এপ্রিল মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী ও ডি এস সুকল্যাণ হালদার সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিদর্শন করেন ফুলবানি ডায়োসিস। মাননীয় মডারেটর বি. কে. নায়ক স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানান।

## কাঁচড়াপাড়া পাস্টোরেটে ইউথ ক্যাম্প

গত ২, ৩, ৪ তারিখে কাঁচড়াপাড়া পাস্টোরেটের ইমানুয়েল চার্চে অনুষ্ঠিত হলো ইউথ ক্যাম্প। মাননীয় বিশপ ড. পরিতোষ ক্যানিং, বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী ও ডায়োসিসের অফিস বিয়ারার্সরা উদ্বোধন করেন ও উদ্বোধনী বক্তব্যে বিশপ ক্যানিং খৃষ্টান যুবক-যুবতীদের চার্চে ভূমিকা বিষয়ে মূল্যবান উপদেশ দেন। এছাড়া মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী মূল্যবান উপদেশ দেন ও প্রভুর ভোজ সম্পাদনা করেন। উপস্থিত ছিলেন ডুয়ার্স ডায়োসিসের বিশপ ডেভিড রায়। এই ক্যাম্পে কলকাতা, বারাকপুর, দুর্গাপুর, ডুয়ার্স, দার্জিলিং ডায়োসিসের যুব প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। প্রায় ৩০০ জনের উপরে যুবক-যুবতীরা যোগ দেন।

## ৪৭ তম প্রতিষ্ঠা দিবস বেথলেহেম চার্চের

গত ১লা মে দমদম পাস্টোরেটের অন্তর্গত বেথলেহেম চার্চের ৪৭ তম প্রতিষ্ঠা দিবস মহা সমারোহে উদযাপিত হয়। উপস্থিত ছিলেন মাননীয় বিশপ, ভি.পি ড. সুরোজিৎ সরকার, ডি এস সুকল্যাণ হালদার। পবিত্র উপাসনায় মান্ডলিক জীবনে উপাসনা গৃহের গুরুত্ব বিষয়ে মূল্যবান উপদেশ দেন এবং প্রভুর ভোজ সম্পাদনা করেন কেক কাটা হয়। পি আই সি রেভারেন্ড অরবিন্দ মন্ডল পরিচালনা করেন।

## পোপ ফ্রান্সিসের মেমোরিয়াল সার্ভিশ

গত ৩ তারিখে কলকাতা সেন্ট পল'স ক্যাথিড্রালে আয়োজিত হয়েছিল স্বর্গীয় পোপ ফ্রান্সিসের মেমোরিয়াল সার্ভিশ। এই উপাসনায় মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী উপস্থিত থেকে স্বর্গীয় পোপের প্রতি বারাকপুর ডায়োসিসের পক্ষে শোক, শ্রদ্ধা, সম্মান, ভক্তি নিবেদন করেন। মাননীয় বিশপ গত বছর যখন রোমে যান তখন পুণ্য পিতা পোপের সাথে সাক্ষাৎ করেন ও আলাপ করেন। ঐ সময়ে পুণ্য পিতা পোপ বারাকপুর ডায়োসিসকে শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ জানান। এই মেমোরিয়াল সার্ভিশ আয়োজন করেন বেঙ্গল খৃষ্টীয়ান কাউন্সিলের সভাপতি বিশপ ড. পরিতোষ ক্যানিং।

## নতুন গীর্জাঘরের উদ্বোধন ও প্রবেশ অনুষ্ঠান

মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী বারাকপুর ডায়োসিসের বিশপরূপে দায়িত্ব নেবার পর থেকেই ডায়োসিসের সর্বক্ষেত্রে উন্নয়নের জোয়ার সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষত তার নেতৃত্বে নতুন নতুন গীর্জাঘর তৈরী হচ্ছে। গত ৬ তারিখে কুমড়োখালি পাস্টোরেটের নব নির্মিত সেন্ট জন'স চার্চের শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন ভি.পি ড. সুরোজিৎ সরকার, ডি. এস সুকল্যাণ হালদার, ডি.টি চৈতালী মন্ডল। EC -র মেম্বাররা ও GBFB -র Secretary ও পার্শ্ববর্তী পাস্টোরেটগুলির নেতৃবৃন্দ ও পুরোহিতবর্গ।

## রানীগড়ে নতুন গীর্জাঘরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

গত ৬ তারিখে বাসন্তী পাস্টোরেটের অন্তর্গত রানীগড় সাধু সুন্দর সিং চার্চের পুনঃনির্মাণ উপলক্ষে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী, ভি.পি ড. সুরোজিৎ সরকার, ডি.টি চৈতালী মন্ডল।

## মহিলা সম্মেলন শোলুয়া পাস্টোরেটে, বালিউড়া সেন্ট মার্ক'স চার্চে

গত ৯ তারিখে মাননীয় বিশপের উদ্যোগে উৎসাহে বালিউড়া সেন্ট মার্ক'স চার্চে অনুষ্ঠিত হলো এক দিবসীয় খৃষ্টীয় মহিলা সম্মেলন। সম্মেলন শুরু হয় সকাল ৯.৩০ মিনিটে। এই সম্মেলনে মাননীয় বিশপ সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে তুলে ধরেন খৃষ্টীয় মহিলাদের বিভিন্ন ভূমিকা বিষয়ে। মাননীয়া বড় গুরুমা ফ্লোরেন্স সুপ্রিয়া চক্রবর্তী ও আত্রেয়ী মন্ডল উপদেশ গান প্রার্থনা করেন। মোট ১৭৫ জন মায়েরা উপস্থিত ছিলেন। পরিচালনা করেন পি আই সি রেভারেন্ড স্বপন মন্ডল।



## জিয়াদারগোট ও কেওড়াপুকুর পাস্টোরেটে এপিস্কোপাল ভিজিট

গত রবিবার ১১ তারিখে মাননীয় বিশপ প্রচন্ড গরমের মধ্যে ৪২ ডিগ্রি তাপমাত্রা অগ্রাহ্য করে জিয়াদারগোট পাস্টোরেটের রামজী মেমোরিয়াল চার্চের কবরস্থানে কিছু উন্নয়নমূলক করার জন্য পরিদর্শন করেন এবং কেওড়াপুকুর পাস্টোরেটের অন্তর্গত গোপালনগর চার্চ ও কবরস্থান ভিজিট করেন।

## জিয়াদারগোট পাস্টোরেটে বালক-বালিকা সম্মেলন

গত ১১ তারিখে জিয়াদারগোট পাস্টোরেটে ১৪০ জন শিশুর উপস্থিতিতে একদিনের এক শিশু সম্মেলন আয়োজন করা হয়। উক্ত সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় বিশপ। তিনি গান প্রার্থনা উপদেশের মাধ্যমে সম্মেলনের গুরুত্ব বর্ধন করেন। বালক-বালিকারা বিশপের উপস্থিতিতে খুব আনন্দ প্রকাশ করেছিল।

## পৌরহিত্যে অভিষেক অনুষ্ঠান

গত ১৮ই মে ২০২৫ তারিখে, রবিবার সকাল ৭:৩০ টা থেকে দমদম পাষ্টরেটের সেন্ট স্টিফেন্স চার্চে, বারাকপুর ডায়োসিসের মহামান্য বিশপ রাইট. রেভা. সুব্রত চক্রবর্তী ৫জন ডিকন এবং ৪জন ইভাঞ্জেলিষ্টদের যথাক্রমে পুরোহিত ও ডিকন পদে অভিষিক্ত করেন।

১) রেভাঃ ডিকন মিঠুন চক্রবর্তী (পুরোহিত পদে)
২) রেভাঃ ডিকন বিকাশ মল্লিক (অবৈতনিক পুরোহিত পদে)
৩) রেভাঃ ডিকন রবিন মন্ডল (পুরোহিত পদে)
৪) রেভাঃ ডিকন সপ্তদ্বীপ বিশ্বাস (পুরোহিত পদে)
৫) রেভাঃ ডিকন নির্মল মান্না (পুরোহিত পদে)
৬) ইভাঞ্জেলিষ্ট শান্তনু সর্দ্দার (ডিকন পদে)
৭) ইভাঞ্জেলিষ্ট অপূর্ব মিত্র (ডিকন পদে)
৮) ইভাঞ্জেলিষ্ট সমু সিং (ডিকন পদে)
৯) ইভাঞ্জেলিষ্ট অধীশ্বর মাখাল (ডিকন পদে)

১৫ই মে ২০২৫ থেকে ১৭ই মে ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত অভিষেক প্রার্থীদের জন্য নির্জন ধ্যানের ব্যবস্থা করা হয়। মহামান্য বিশপ রাইট. রেভাঃ. সুব্রত চক্রবর্তী, রাইট. রেভাঃ ড. পরিতোষ ক্যানিং, রেভাঃ ড. সুরজিৎ সরকার, রেভাঃ মিরন কুমার মন্ডল, রেভাঃ অরবিন্দ মন্ডল ও রেভাঃ বিশ্বরূপ চ্যাটার্জী প্রমুখ এই নির্জন ধ্যান পরিচালনা করেন। দমদম পাষ্টরেটের পক্ষে ভারপ্রাপ্ত পুরোহিত রেভাঃ অরবিন্দ মন্ডল, ডায়োসিসের সম্পাদক তথা পাস্টোরেটের সম্পাদক শ্রী সুকল্যান হালদার, পাস্টোরেট কোষাধ্যক্ষ শ্রী অনিমেষ দাস, সেন্ট স্টিফেন্স চার্চের সম্পাদক শ্রী মানব দাস ও কোষাধ্যক্ষ শ্রী প্রবীর কর তথা পাস্টোরেট কমিটির সকল সদস্য-সদস্যাদের সহযোগিতায় ও মহিলা সমিতি, ইউথ, সান্ডে স্কুল বিভাগ সকলে এই অভিষেকের প্রয়োজনীয় আয়োজন ও ব্যবস্থাদি করেন। দমদম পাস্টোরেটের ওয়েসলী ও বেথলেহেম মন্ডলীর উপাসকগণও সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, গত ১৭ই মে ২০২৫ তারিখ বারাকপুর ডায়োসিসের সকল পুরোহিত ডিকন সহ ক্লার্জি চ্যাপ্টার অনুষ্ঠিত হয়, কলকাতার মহামান্য বিশপ রাইট রেভারেন্ড ড. পরিতোষ ক্যানিং এবং বারাকপুরের বিশপ রাইট রেভারেন্ড সুব্রত চক্রবর্তী অভিষেক প্রার্থীসহ এই ক্লার্জি চ্যাপ্টার পরিচালনা করেন। Self Sacrifice পৌরহিত্বের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা প্রত্যেক পুরোহিতের জীবনে একান্ত কাম্য। মন্ডলীর পরিচর্যাকে প্রথমেই অগ্রাধিকার দিতে হবে। বাকি সব পরে। এই বিষয়ের উপর বিশপ ক্যানিং বিশেষ জোর দেন। অভিষেক উপাসনার মাধ্যমে গত ১৮ই মে ২০২৫ তারিখে অভিষেক ক্রিয়া ও সমস্ত অনুষ্ঠান শেষ হয়। পরে প্রাতঃরাশ গ্রহণের পর সকলে নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন।

## পোপ ফ্রান্সিসের মেমোরিয়াল সার্ভিশ

গত ১১ তারিখে নেপালগঞ্জ হাট প্রাঙ্গণে পোপ ফ্রান্সিসের স্মৃতি সভায় উপস্থিত ছিলেন মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী এবং বিশপ ড. পরিতোষ ক্যানিং মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। আয়োজক কমিটি মাননীয় বিশপকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। বারুইপুর R C Diocese – এর বিশপ শ্যামল বোস এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিবহন মন্ত্রী শ্রী দিলীপ মন্ডল উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শ্রী সঞ্জিৎ সানি, সম্পাদক BCP।

## দমদম পাস্টোরেটে সান্ডেস্কুল প্রোগ্রাম

গত ১৭ তারিখে দমদম পাস্টোরেটে সান্ডেস্কুলের উদ্যোগে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন ডায়োসিসের মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী মহাশয়, ডি. এস সুকল্যাণ হালদার, ডি.টি চৈতালী মন্ডল এবং বড় গুরুমা ফ্লোরেন্স সুপ্রিয়া চক্রবর্তী, আরো অনেকে। ঐদিন গান, আবৃত্তি, নৃত্যানুষ্ঠান হয়েছিল এবং বড় গুরুমা সংক্ষিপ্ত মূল্যবান বক্তব্য রাখেন।